২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

০২ ফাল্গুন ১৪২৯
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

সংকলন:
২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

প্রকাশনায়:
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

সম্পাদনা পর্ষদ:
১। ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২। জনাব এস এম হামিদুল হক, প্রধান/মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩। জনাব মোঃ জহির রায়হান, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৪। জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এনডিসি, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৫। জনাব মুঃ শুকুর আলী, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৬। জনাব মুহাম্মদ আবদুল হান্নান, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮। জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৯। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুগ্মসচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
১০। জনাব রহিমা খাতুন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
১১। জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
১২। জনাব ছালমা বেগম, সহকারী প্রোগ্রামার, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রচ্ছদ ভাবনা ও ডিজাইন:
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রকাশকাল:
২ ফাল্গুন ১৪২৯/ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

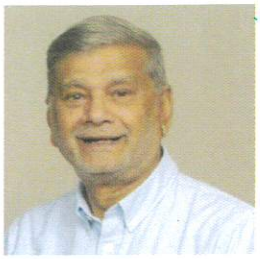

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও আইএমই বিভাগ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব এবং বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করে LDC Graduation অর্জন সমুন্নত রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করা বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় যথাযথভাবে পৌঁছানোর উদ্যোগকে সামনে রেখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। আইএমইডি'র মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে প্রতিবছর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ ও সংকলন করে মতামত এবং সুপারিশসহ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)-তে আইএমইডি উপস্থাপন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

আশা করি, প্রতিবেদনটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনুধাবনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এম. এ. মান্নান এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দর্শন "টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সফল বাস্তবায়ন"। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের মিশন ও ভিশন অর্জনে প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন তিনটি পর্যায়েই আইএমইডি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে।

রুলস অফ বিজনেস-১৯৯৬ এর Allocation of Business, Para-32-এর আলোকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সমসাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইএমইডি নিয়মিতভাবে এডিপিভুক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ২,১৯,৬০৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দসহ ১,৮৩৬টি প্রকল্প এবং ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত অন্তর্ভুক্ত আছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,৫৭৬টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৪৩টি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০৮টি প্রকল্প রয়েছে। বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাতসহ প্রকল্পের শ্রেণিভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ১৫টি খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সুপারিশও রয়েছে।

প্রতিবেদনটি ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. শামসুল আলম)

সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (পিআইবি) গঠন করা হয়। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৭ সালে 'পিআইবি' 'প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন' নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগে উন্নীত হয়। এরপর ১৯৮২ সালে বিভাগটির নাম হয় 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এ বিভাগটিকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর এলোকেশন অব বিজনেসের অনুচ্ছেদ ৩২(সি) অনুযায়ী আইএমই বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্পওয়ারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে চাহিদা মোতাবেক সাময়িক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

তাছাড়া, আইএমই বিভাগ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত/ বর্তমানে চলমান অনুরূপ প্রকল্পের সাথে ওভারল্যাপিং পরিহার, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করে থাকে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলন করে মতামত ও সুপারিশসহ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এ উপস্থাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় এবার ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করি, এ প্রতিবেদনটি দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড অনুধাবনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন)

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (পিআইবি)'-এর সম্প্রসারিত প্রতিষ্ঠান বর্তমান 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)' সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। অর্থবছর সমাপনান্তে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন সুপারিশসহ প্রণয়ন করে এনইসি সভায় উপস্থাপন করা আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মিত কাজ। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৮৩৬টি প্রকল্প পর্যালোচনাসহ সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি প্রকল্প সরকারের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Integrated Development Planning)'র অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত। প্রকল্পসমূহ কীভাবে সামষ্টিক পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত সেটি প্রকল্প দলিলে তুলে ধরতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্পর্কিত রাজনৈতিক দর্শনভিত্তিক দলিলের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)" অর্জনে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" প্রণয়ন করেছে। যাতে ধাপে ধাপে উক্ত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় সে লক্ষ্যেও প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের দক্ষ নেতৃত্বের কারণে প্রতিবছর এডিপি'র কলেবর এবং ব্যয় সক্ষমতা পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কোভিড-১৯ এর কারণে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ১৮৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মোট ২,১৯,৬০২.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,০৩,৬৪৮.৪৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯২.৭৩%। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২,০৯,২৭১.৯৪ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১,৭১,৮৩৫.৭৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮২.১১%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২,০১,১৯৮.৫৬ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৬১৭৪০.৬১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮০.৩৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বেড়েছে, কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে গত দুই অর্থবছরে ব্যয়ের হার হ্রাস পেয়েছে।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত মোট ২,১৯,৬০২.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২,০৩,৬৪৮.৪৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯২.৭৪%। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় ব্যয় হয়েছে ১,২৬,৪৬৭.৬২ কোটি টাকা, যা সংশোধিত এডিপির স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দের ৯২.১১%, এটি জাতীয় গড় ব্যয় অপেক্ষা ০.৬২% কম। প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় ৩২টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ স্থানীয় মুদ্রায় জাতীয় গড় ব্যয় ৯২.১১% এর সমান বা অধিক অর্জন করেছে। এ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। অন্যদিকে, ২৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ জাতীয় গড় ব্যয়ের নিম্নে অর্জন করেছে। এ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রকল্প সহায়তা ব্যয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দের তুলনায় জাতীয় গড় ব্যয় ৯২.৬৬% এর সমান বা অধিক অর্জন করেছে ২০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ। অন্যদিকে, ২৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় জাতীয় গড় ব্যয়ের চেয়ে কম। এসব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২০২১-২২ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এডিপিভুক্ত ১৮৩৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৫৫টি প্রকল্প (মোট প্রকল্পের ১৯.৩৪%) জুন ২০২২ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল; কিন্তু সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র ২২৮টি প্রকল্প। অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায়নি। প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ বারবার সংশোধনের প্রবণতা রয়েছে। কোন একটি প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে না পারলে ঐ প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তিতে যেমন বিলম্ব ঘটে, একইভাবে প্রকল্প ব্যয়ও বেড়ে যায়। উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে হলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বারবার সংশোধনের সংস্কৃতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। যেসব কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয় তা চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ প্রতিবেদনটিতে এডিপি'র আওতায় পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানকল্পে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক উক্ত সুপারিশমালার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা করাসহ আইএমইডি'র ফরম্যাট [IMED Monitoring Format, 2003 (Revised) (Combined of IMED 01, 02, 03 & 05) ও IMED -04)] অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিবেদন প্রেরণ ও প্রকল্পের তথ্য সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ ও দায়িত্ব রয়েছে। এ কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে যথাসময়ে সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সবসময় অবহিত থাকতে পারবেন। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো গতি সঞ্চার হবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে এ সংকলনটি তথ্য ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গবেষণায় তথ্যের উৎস হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শ্রদ্ধেয় সচিব মূল্যবান পরামর্শ ও সদয় নির্দেশনা প্রদান করে প্রতিবেদনটি প্রকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন, মহোদয়গণের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিবেদনটি প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সকল সদস্য ও বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস) কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে পরিশ্রম করে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশকে বাস্তব-সম্ভব করে তুলেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি, প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র অনুধাবন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১৫.০২.২০২৩
(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
সভাপতি
২০২১-২২ অর্থ বছরের
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৯ / ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

- সূচিপত্র –

২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের Structure এবং Contents

১।	ভূমিকা	....	১-১
২।	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি	....	১-১
৩।	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	....	১-২
৪।	গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদান	....	২-২
৫।	আর্থিক অগ্রগতি	....	২-৪
৬।	এডিপিতে শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	....	৪-৫
৭।	২০২১-২২ অর্থ বছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী	....	৫-৫
৮।	এডিপি'র খাত ভিত্তিক অগ্রগতি	....	৫-৭
৯।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়	....	৭-১৩
১০।	প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	....	১৩-১৪
১১।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	....	১৪-১৫
১২।	সমাপ্ত প্রকল্প	....	১৫-১৫
১৩।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সমস্যাবলি	....	১৫-১৯
১৪।	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতবেদনের বিশেষ পর্যালোচনা	....	১৯-২০
১৫।	উপসংহার	....	২০-২১

সংযোজনীসমূহ

১.	এডিপি'র খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ অগ্রগতি	সংযোজনী-ক	....	২৩-৩০
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়	সংযোজনী-খ	....	৩১-৪০
৩.	স্থানীয় মুদ্রা ৯২.১১% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংযোজনী-গ	....	৪১-৪৬
৪.	প্রকল্প সাহায্য ৯২.৬৬% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংযোজনী-ঘ	....	৪৭-৫৬
৫.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	সংযোজনী-ঙ	....	৫৭-৮০২
৬.	শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের তালিকা	সংযোজনী-চ	....	৮০৩-৮১৬
৭.	শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের তালিকা	সংযোজনী-ছ	....	৮১৭-৮৩০
৮.	২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সংযোজনী-জ	....	৮৩১-৮৬৮

৩—